সংবাদ

তারিখ ... 04 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

### রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল বন্ধ ৪-১০ ডিসে

# ভর্তি পরীক্ষার আগে ছুটি ঘোষণায় আবাসন সংকটে পড়বে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আসন্ন ৬, ৭, ৮ ও ১০ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে আবাসিক হল এবং ৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছুটি ঘোষণা করায় আবাসন সংকটের ভোগান্তিতে পড়বে ভর্তিচ্ছুক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশেষ করে ভর্তিচ্ছুদের এই ভোগান্তির মাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের ১টি ও ছেলেদের ২টি হলের প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই থাকার জায়গা হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুদের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও ভর্তি পরীক্ষায় হল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবির অন্দোলনের মুখে গত সোমবার এক জরুরি সভায় কৌশলগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করায় আরও বিপাকে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা ডিসেম্বরে নির্ধারণ হওয়ায় দূরের জেলাবর্তী শিক্ষার্থীরা রংপুরের অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেও এরইমধ্যে দীর্ঘ ছুটি ঘোষণা করায় অনেক শিক্ষার্থীই গ্রামের বাসায় পাড়ি জমাচ্ছে। যার ফলে ব্যক্তি মালিকানার ছাত্রাবাসগুলোতে কার মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুরা ঠাঁই পাবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ হিসাবে অধিকাংশ ভর্তিচ্ছুর শেষ ভরসা শহরের আবাসিক হোটেলসমূহ। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রংপুর শহরে আবাসিক হোটেলের সংখ্যা অতি নগণ্য। সংখ্যায় মাত্র ২৭টির মতো আবাসিক হোটেলের ধারণক্ষমতা ১ হাজারেরও কম বলে জানা গেছে। যেখানে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা ৫৪ হাজার ২৯২ জন। এমতাবস্থায় ভর্তিচ্ছুদের ভোগান্তির মাত্রা চরমে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হলের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘমেয়াদে বন্ধের ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মাহমুদ হাসান বলেন, 'হল বন্ধ হলে আবাসিক এক হাজার শিক্ষার্থী কোথায় যাবে? আর অনেক বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা হয়ে গেছে তারাই বা কোথায় থেকে পরীক্ষা দেবে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী টিউশনি করে তাদের পড়ালেখার খরচ চালায়, হল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে তারা একমাস টিউশনি করতে পারবে না। এতে তাদের অনেক ভোগান্তি পোহাতে হবে।' শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আহ্বান জানান ছাত্রলীগের এই নেতা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোর্শেদ উল আলম রনি (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন, ভোগান্তি নয় ভর্তি পরীক্ষা ভালোভাবে সম্পন্ন করতেই এই সিদ্ধান্ত। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির এক সভায় ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ এবং গত সোমবার এক জরুরি বৈঠকে ৪-৩০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়।